যুগান্তর

তারিখ 1 / NOV 2006
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা জট

চলমান রাজনীতির ঘূর্ণি হাওয়ায় দেশের শিক্ষাঙ্গন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। দেশের ায় সকল প্রতিষ্ঠানেই লাগিয়াছে পরীক্ষা জট। বারবার তারিখ বদল করিয়াও পরীক্ষার ডিউল বজায় রাখিতে পারিতেছে না স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এখন ধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নতুবা চূড়ান্ত পরীক্ষার সময়। দেশ জুড়িয়া ১৪ দলের গাতার অবরোধ এবং চলমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের রীক্ষা লইয়া এহেন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। আবার দলীয় সরকারের এমনিতেই এই ৎসরটি ছিল রাজনৈতিক সংঘাত ও অস্থিরতায় টালমাটাল। বিরোধী দলের হরতাল, বরোধ ইত্যাকার কারণে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ঘ্নিত হইয়াছে। আবার দলীয় সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের কারণেও বহু শিক্ষা তিষ্ঠান মাসের পর মাস বন্ধ ছিল। বহু প্রতিষ্ঠানে সিলেবাসই শেষ হয় নাই। তাই পরীক্ষা রিখও নির্ধারণ করিতেছে না কর্তৃপক্ষ। বিভিন্ন টার্ম পরীক্ষাও আটকাইয়া রহিয়াছে। রবার পরীক্ষা পিছাইয়া যাওয়া এবং পরীক্ষার সঠিক তারিখ নির্ধারণ লইয়া অনিশ্চয়তার রণে সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রী ও তাহাদের অভিভাবকবৃন্দ দুশ্চিন্তায় কাল কাটাইতেছেন। তবে গাতার অবরোধের চতুর্থ দিনে ১৪ দল অবরোধ কর্মসূচি সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করায় ক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এখন কিছুটা আশার আলো প্রতিফলিত হইতেছে। বিভিন্ন শিক্ষা তিষ্ঠান তাহাদের স্থগিত পরীক্ষাসমূহ গ্রহণের প্রস্তুতি লইতেছে। অসমাপ্ত ক্লাসগুলি দ্রুত শষ করা হইবে বলিয়া কর্তৃপক্ষ আশাবাদ ব্যক্ত করিয়াছে। এই অস্থির সময়ে রাজনৈতিক ঙ্গনের অস্থিরতা যেই কোন সময়ে শিক্ষাঙ্গনগুলিকেও উত্তপ্ত করিয়া তুলিতে পারে। কারণ দশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ছাত্র রাজনীতি হইতে বিমুক্ত নহে। বিশেষ করিয়া সন্ত্রা মার ক্যাডারধর্মী ছাত্র রাজনীতি দেশের শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ সুদীর্ঘকাল যাবৎ দূষিত করিতেছে। এমতাবস্থায় কলেজ ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখিতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। ক্লাস ও পরীক্ষা সময়মতো না হইবার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের প্রতি কর্তৃপক্ষের বিশেষ যত্ন ও মনোযোগের মাধ্যমে তাহাদের কষ্ট এবং দুর্দশা কিছুটা লাঘব করা সম্ভব। ইহাতে তাহারা মানসিক নিপর্যস্ততাও কাটাইয়া উঠিতে সক্ষম হইবে। বাড়তি ক্লাস তো বটেই এমনকি ছুটি দিনেও প্রয়োজনীয় ক্লাস ও পরীক্ষা লওয়া যাইতে পারে। ছাত্র রাজনীতির নামে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ কেহ যেন কলুষিত না করিতে পারে সেই বিষয়টিতেও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিদের তীক্ষ্ণ নজরদারি প্রয়োজন। রাজনৈতিক ডামাডোলের কারণে শিক্ষার্থীদের অমূল্য শিক্ষা বৎসর অপচয় বা বিনষ্ট হইলে সহজে উহার ক্ষতিপূরণ সম্ভব নহে। অনেক অভিভাবক বহু কষ্ট করিয়া সন্তানের পড়াশোনার খরচ জোটান। বহু শিক্ষার্থী পার্টটাইম চাকুরি ও টিউশনি করিয়া কায়ক্লেশে পড়াশোনার খরচ জোগাড় করে। শিক্ষাঙ্গনের অস্থিতিশীলতায় তাহারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুষড়াইয়া পড়ে। কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বিচক্ষণতা এবং আন্তরিকতাই পারে শিক্ষার্থীদের জীবন হইতে অনিশ্চয়তার কালো মেঘ দূর করিতে।